জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮

প্রদান অনুষ্ঠান

রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন
০৭ এপ্রিল ২০২২ । ২৪ চৈত্র ১৪২৮

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮
প্রদান অনুষ্ঠান

ব্যবস্থাপনায়:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন
০৭ এপ্রিল ২০২২ । ২৪ চৈত্র, ১৪২৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৪ চৈত্র ১৪২৮
০৭ এপ্রিল ২০২২

বাণী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক যৌথভাবে ২০১৭-২০১৮ সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উদ্যোগ আগামি দিনগুলোতে রপ্তানিকারকদের আরও ভালো করার প্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। রপ্তানি ট্রফি অর্জনকারী কৃতি রপ্তানিকারকদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। কোভিড অতিমারির প্রার্দুভাবের পর দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রেখে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে এসময় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের রপ্তানি বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালে প্রাপ্ত অনেক অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ভবিষ্যতে আর থাকবে না। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের এখন থেকে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য পণ্যের মানোন্নয়নের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজারকে সংহত করা এবং নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় যুক্ত করতে হবে। এছাড়া রপ্তানিকারক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। রপ্তানি ট্রফি প্রদানের মতো প্রণোদনামূলক কার্যক্রম রপ্তানিকারকের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক - এ প্রত্যাশা রইল।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ চৈত্র ১৪২৮
০৭ এপ্রিল ২০২২

বাণী

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান ৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং করোনাকালে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে গত অর্থবছরে ৪৫.৭৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে বিশ্ব পরিমন্ডলে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এজন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। LDC Graduation-কে সামনে রেখে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি খাতের বিকাশে বিভিন্ন প্রকার সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার বাড়াতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি সেবাখাতের সম্প্রসারণ ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারকের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি' প্রদান করায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর ফলে রপ্তানিকারকগণ আরও অনুপ্রাণিত হবেন। পাশাপাশি এ স্বীকৃতি রপ্তানি বৃদ্ধিতে দেশের কৃতি রপ্তানিকারকদের অধিক হারে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিশ্ব বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে রপ্তানি বাণিজ্যের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার পণ্যের মান উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখিকরণ, বাজার সুসংহতকরণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন বাজার অন্বেষণে বাস্তবমুখী নীতি সহায়তা প্রদান এবং অবকাঠামো উন্নয়নে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে। রপ্তানিকারকগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে জিডিপিতে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, যা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ব বাণিজ্য আজ দূরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এতে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকেও এগিয়ে যেতে হবে পাল্লা দিয়ে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাজার থেকে পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে প্রযুক্তিঘন নিবিড় উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। কাজেই দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় সক্ষম করার জন্য এখনই রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ নতুন প্রযুক্তি ধারণ এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য ৩২টি ক্যাটগরীতে ৬৫টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং প্রথমবারের মতো সকল খাতের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় পর্যায়ের এ স্বীকৃতি দেশের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দিপনা, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি খাতে নতুন নতুন নবীন-উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আমি ট্রফি বিজয়ী সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ সম্মান রপ্তানির ক্ষেত্রে আপনাদের ব্যতিক্রমী পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এ অনুষ্ঠানের সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এমপি

সভাপতি
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান একটি নিয়মিত কার্যক্রম। রপ্তানি ট্রফি প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় তা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রপ্তানি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যার কারণে রপ্তানিকারকগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও বাজার প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়নে সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসারণে বাস্তবমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গত অর্থবছরের মোট রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে আমাদের অর্জন হয়েছে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫১.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমি আশা করি ট্রফি প্রাপক রপ্তানিকারকগণ এ পুরস্কার প্রদানের কারণে রপ্তানি বৃদ্ধিতে যেমন নতুন করে আগ্রহী হবেন তেমনি নতুন নতুন রপ্তানি উদ্যোক্তা অনুরূপ সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগী হবেন। এভাবেই একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ধারায় দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এসব বিবেচনায় জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমি রপ্তানি ট্রফি বিজয়ী সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চীরজীবী হোক।

তোফায়েল আহমেদ, এমপি

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখতে যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করাই এ ট্রফি প্রদানের উদ্দেশ্য। জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের এ স্বীকৃতি রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করবে। রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বৃদ্ধিতেও প্রচেষ্টা নেওয়ায় উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নির্ধারিত ৩২টি পণ্য ও সেবা ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত ২৬৮টি আবেদনের মধ্যে ২৭টি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ, ২৩টি প্রতিষ্ঠান রৌপ্য এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠান ব্রোঞ্জ ট্রফি লাভ করেছে। এ বছর হতে সকল রপ্তানি খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি' প্রদানপূর্বক সম্মানিত করা হবে।

রপ্তানি ট্রফি সাধারণত একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত প্রদান করা হয়। বিগত দু'বছর করোনা অতিমারির কারণে অনুষ্ঠান আয়োজনের সীমাবদ্ধতার দরুণ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ট্রফি এ সময়ে দিতে হচ্ছে। পরবর্তী বছরসমূহের ট্রফি প্রদানের কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করে আমরা অচিরেই এটি নিয়মিতকরণ করতে পারবো বলে আশা রাখি।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যুগোপযোগী নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এ অসামান্য অগ্রগতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের অবদান অপরিসীম। বৈশ্বিক বিশেষ বাণিজ্য পরিস্থিতিতে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টায় এবং সরকারের নীতি সহায়তার ফলে রপ্তানি আয় কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। সরকারের যুগোপযোগী নীতি সহায়তার ফলে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে রপ্তানি আয়ের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি সকল ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা এ আয়োজন সফল করতে নিরলস কাজ করেছেন তাদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

তপন কান্তি ঘোষ

সভাপতি
এফবিসিসিআই

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের রপ্তানি উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ রপ্তানিকারকদের "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি" ২০১৭-২০১৮ প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, মাথা পিছু আয়, রপ্তানি আয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও নীতি সহায়তার কারণে বাংলাদেশ এখন এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি। জাতিসংঘের উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের এই অমিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে এদেশের অদম্য, দক্ষ ও সৃজনশীল রপ্তানিকারকদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁদের কারণেই বিশ্ববাজারে সমাদৃত হয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ পণ্য। দেশে তৈরি হয়েছে বিপুল কর্মসংস্থান, কমেছে বেকারত্ব। বিদেশী মুদ্রা আয় করে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভকে শক্তিশালী করতেও রপ্তানিকারকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান এদেশের রপ্তানিকারকদেরকে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন এফবিসিসিআই এর পক্ষ হতে আমি "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি" বিতরণ অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জসিম উদ্দিন

ভাইস চেয়ারম্যান
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সরকারী ও বেসরকারী রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী রপ্তানিকারকদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রদান করে থাকে। রপ্তানিকারকগণের মধ্যে রপ্তানিতে অধিকতর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ ট্রফি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী রপ্তানি পণ্যের ভিত্তিতে পণ্য ও সেবার ৩২টি খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসারে রপ্তানি আয়, আয়গত প্রবৃদ্ধি, নতুন পণ্যের সংযোজন, নতুন বাজারে প্রবেশ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান নিরূপন করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ভিত্তিতে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ বছরের জন্য ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ ট্রফি, ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে রৌপ্য ট্রফি ও ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হচ্ছে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি"। ট্রফি বিজয়ীদের দেখানো পথে নতুনরা উৎসাহিত হবে। আমরা এগিয়ে যাবো জাতির পিতার সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে বিদ্যমান নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছে। এ গৌরবের অংশীদার আমাদের রপ্তানিকারকগণ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চলমান ও প্রত্যাশিত গতি আমাদের ধরে রাখতে হবে এবং অর্জন করতে হবে ৫১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সবসময়ই ব্যবসায়িদের পাশে আছে এবং থাকবে।

ট্রফি বিজয়ী সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানির ক্ষেত্রে এ গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব অর্জনের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। ট্রফি বিজয়ী সকলের আরো সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চীরজীবি হোক।

এ.এইচ.এম.আহসান

রপ্তানি বৃদ্ধি জাতীর সমৃদ্ধি

Export Promotion Bureau
Bangladesh

We Promote Export …

We Build Image …

We Brand Bangladesh…

Export Promotion Bureau
Bangladesh

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এক নজরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)	
	পণ্য খাত	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	পণ্য খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান	: জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা।

ক্রমিক নং	স্বর্ণ ট্রফি	
	পণ্য খাত	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	: রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	: স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা।
৩	সকল ধরণের সুতা	: বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ময়মনসিংহ।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	: এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা।
৫	হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	: জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা।
৬	টেরিটাওয়েল	: নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা।
৭	হিমায়িত খাদ্য	: বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা।
৮	কাঁচা পাট	: ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা।
৯	পাটজাত দ্রব্য	: আকিজ জুট মিলস লিঃ, ঢাকা।
১০	চামড়া (ক্রাস্ট/ফিনিশড)	: এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা।
১১	চামড়াজাত পণ্য	: পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।
১২	ফুটওয়্যার (সকল)	: বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।
১৩	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	: মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ, ঢাকা।
১৪	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	: প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা।
১৫	হস্তশিল্পজাত পণ্য	: কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর ।
১৬	প্লাষ্টিক পণ্য	: বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড ইউনিট-৩, ঢাকা।
১৭	সিরামিক সামগ্রী	: শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা।
১৮	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	: মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিমিটেড, ঢাকা।
১৯	ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	: এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা
২০	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	: বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২১	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	: স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা।
২২	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরী) তৈরি পোশাক শিল্প (নীট ও ওভেন)	: ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২৩	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরী) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	: ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী।
২৪	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	: মনট্রিমস্ লিঃ, ঢাকা।
২৫	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	: অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা।
২৬	অন্যান্য সেবা খাত	: মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা।
২৭	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	: স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, ঢাকা।

এক নজরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	রৌপ্য ট্রফি	
	পণ্য খাত	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	: এ কে এম নীটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	: ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৩	সকল ধরণের সুতা	: কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ঢাকা।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	: নোমান উইভিং মিলস লিমিটেড, ঢাকা।
৫	হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	: এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।
৬	হিমায়িত খাদ্য	: এম. ইউ. সী ফুডস্ লিঃ, যশোর।
৭	পাটজাত দ্রব্য	: দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ, ঢাকা।
৮	চামড়াজাত পণ্য	: এবিসি ফুট ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।
৯	ফুটওয়্যার (সকল)	: এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।
১০	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	: হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।
১১	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	: প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা।
১২	হস্তশিল্পজাত পণ্য	: ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা।
১৩	প্লাষ্টিক পণ্য	: অল প্লাস্ট বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা।
১৪	সিরামিক সামগ্রী	: আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।
১৫	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	: রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ইউনিট-২, ঢাকা।
১৬	ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	: বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া।
১৭	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	: মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম।
১৮	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	: বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা।
১৯	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	: প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম।
২০	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	: আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
২১	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	: এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।
২২	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	: ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।
২৩	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	: আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

এক নজরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	ব্রোঞ্জ ট্রফি	
	পণ্য খাত	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	: তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	: জি.এম.এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা।
৩	সকল ধরণের সুতা	: নাইস কটন লিঃ, গাজীপুর।
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	: ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ, চট্টগ্রাম।
৫	হিমায়িত খাদ্য	: জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ, খুলনা।
৬	চামড়াজাত পণ্য	: বিবিজে লেদার গুডস লিঃ, ঢাকা।
৭	ফুটওয়্যার (সকল)	: এ্যালায়েন্স লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।
৮	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	: আব্দুল্লাহ ট্রেডিং, ঢাকা।
৯	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	: হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, ঢাকা।
১০	হস্তশিল্পজাত পণ্য	: বিডি ক্রিয়েশন, গাজীপুর।
১১	প্লাষ্টিক পণ্য	: তানভীর পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।
১২	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	: এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস, চট্টগ্রাম।
১৩	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	: মেসার্স ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা।
১৪	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	: বাং চুং ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম (বিসিটিটি), ঢাকা।
১৫	নারী উদ্যোক্তা/ রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	: ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান
হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) প্রাপক প্রতিষ্ঠান

সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১১,০০০ কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১২ কোটি মিটার হোম-টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে বিগত ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক-এর মর্যাদা অর্জন করে। জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করে ১৮০.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পণ্যখাত নির্বিশেষে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

স্বর্ণ ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা।

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৪,৩৪৪ এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩১,০০,০০০ ডজন পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৭২.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৬৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ধারাবাহিকভাবে এ সাফল্যের জন্য রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা-কে অভিনন্দন।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা।

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড ২০০২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ১৬,৬০০ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠান টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্যাংক টপ, হুডেড জ্যাকেট, ট্রাউজার, কার্ডিগান, স্পোর্টসওয়্যার, আন্ডার গার্মেন্টস, কিডস ওয়্যার ইত্যাদি নিট পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৩৫,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে ১৪৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৮১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

নিটওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ময়মনসিংহ।

বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ ২০০০ সালে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন এবং বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ৭০,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৪৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সকল ধরণের সুতা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫.০২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা।

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ মিলিয়ন গজ ডেনিম ফেব্রিক্স।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৯-১০, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে বিশ্বের প্রথম লিড সার্টিফাইড প্লাটিনাম ডেনিম মিল হিসেবে অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা টেক্সটাইল ফেব্রিক্স রপ্তানি করে ৭৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.৩৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্য খাত

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১১,০০০ কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১২ কোটি মিটার হোম-টেক্সটাইল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে বিগত ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক-এর মর্যাদা অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করে ১৮০.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেরিটাওয়েল

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা।

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮,৫০০ জন এবং এটি বার্ষিক প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ কেজি টেরিটাওয়েল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি টেরিটাওয়েল রপ্তানি করে ৮৯.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৪.৯২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেরিটাওয়েল রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য

বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা ।

বিডি সীফুড লিমিটেড ২০০২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৫৫৬ এবং এটি দৈনিক প্রায় ৮০ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম ।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ২২.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২.৫৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কাঁচা পাট

ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা।

ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স ২০০১ সালে রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১২৫ জন এবং প্রায় ৩৫০ জন শ্রমিক প্রতিনিয়ত কাজ করে । প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কাঁচা পাট ক্রয় করে বাছাইপূর্বক গ্রেডিং অনুযায়ী বেল আকারে বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাঁচাপাট রপ্তানি করে ১২.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৮৪ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কাঁচা পাট রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

আকিজ জুট মিলস্ লিঃ, ঢাকা।

আকিজ জুট মিলস্ লিঃ ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ জন এবং দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মেট্রিক টন ।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আকিজ জুট মিলস্ লিঃ, পাটজাত দ্রব্য (হেসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ণ ও টোয়াইন) রপ্তানি করে ৯৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০৬.৭০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ জুট মিলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়া (ক্রাশড্/ফিনিশড্)

এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা।

এপেক্স ট্যানারি লিঃ ১৯৭৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮৪৪ জন কর্মী নিয়ে বছরে দেশজ কাঁচামাল ভিত্তিক ৩২ মিলিয়ন বর্গফুট ক্রাশড্ ও ফিনিশড্ চামড়া উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত অনেক বছর যাবত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি (ক্রাশড্/ফিনিশড্) চামড়া রপ্তানি করে ২১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এপেক্স ট্যানারি লিঃ, ঢাকা- কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৫ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১৫৫০ জন এবং মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার পিস ব্যাগ ও ৪৫ হাজার পিস চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য সামগ্রী।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ১২.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

বে ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা

বে ফুটওয়্যার লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৭,০০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ০১ কোটি ১০ লক্ষ জোড়া পাদুকা।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৮.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাদুকা রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বে ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা।

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড ১৯৯০ সালে রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০০ কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ৩০০০ মেট্রিক টন তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানি করতে সক্ষম।

বিগত ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০৩-০৪, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত) রপ্তানি করে ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০০.৬৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা

প্রাণ ডেইরি লিঃ ২০০২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ২,৫০০ জন কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী (বিবিধ ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, দুধ, ক্যান্ডি, টোস্ট বিস্কুট ইত্যাদি) রপ্তানি করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত) রপ্তানি করে ৭০.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২১.৭৪ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

কারূপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর।

কারূপণ্য রংপুর লিমিটেড ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৫,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে পাট ও তুলা ভিত্তিক প্রায় ৮৫ লক্ষ বর্গ মিটার শতরঞ্জি প্রস্তুত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হস্তচালিত তাঁত সামগ্রী (শতরঞ্জি) রপ্তানি করে ১২.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বখ্যাত কোম্পানী আইকিয়া থেকে 'বেস্ট কাস্টমার রিটার্ন সিস্টেম পারফর্মেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কারূপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাষ্টিক পণ্য

বেঙ্গল প্লাষ্টিকস লিমিটেড, ইউনিট-৩, ঢাকা।

বেঙ্গল প্লাষ্টিকস লিমিটেড, ইউনিট-৩ রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১,১৪৯ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ৬৪,৩৪৭.৯৫ মেট্রিক টন প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদন করছে।

প্লাষ্টিক সামগ্রী রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিবিধ প্লাষ্টিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৪০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫৪.৩৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেঙ্গল প্লাষ্টিকস লিমিটেড, ইউনিট-৩, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা।

শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ ১৯৯৭ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২,৯৭০ জন কর্মী নিয়ে প্রতিদিন গড়ে মোট ২০ মেঃ টন সিরামিকস্ তৈজসপত্র প্রস্তুত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০০-০১, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০০৯-১০, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ১০.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ, ঢাকা।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪৫৩ জন কর্মী নিয়ে বৎসরে ০২ লক্ষ ইউনিট বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানি করে ১২.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩০৮.১৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা।

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ১৯৯৩ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৩,৪২১ জন। প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি উৎপাদন করে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি রপ্তানি করে ৩৪.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭৪.৭৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩৯০০ জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের এম. এস রড উৎপাদন করছে। বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ০১ মিলিয়ন মেট্রিন টন।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন আকারের এম.এস রড রপ্তানি করে ২৮.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮১.৪০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাত

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড ১৯৮৫ সালে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৯,৮২৬ জন কর্মী নিয়ে কোম্পানির ১৪টি ইউনিট থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঔষধ রপ্তানি করে ১৭.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০১.৫৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ঔষধ রপ্তানিতে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন)

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০,০০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বৎসর ১৮ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১৭৫.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০৩.৫৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরীর তৈরি পোশাক (নীট ও ওভেন) রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী।

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ ২০১২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে উত্তরা ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২৫৩ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১,৬০,০০০ মেট্রিক টন গার্মেন্টস এক্সেসরিস উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গার্মেন্টস এক্সেসরিস রপ্তানি করে ৪৫.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ("সি" ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মনট্রিমস্ লিঃ, ঢাকা।

মনট্রিমস্ লিঃ ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১৭৯৭ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা-ওভেন লেবেল ৯৩৬ মিলিয়ন পিস, ন্যারো ফেব্রিক্স ১৮৭.২০ মিলিয়ন গজ, ইয়ার্ন ডাইং ২১৪৮ টন, অফসেট প্রিন্ট ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, হ্যাঙ্গার ২৩.৪০ মিলিয়ন পিস, পলি কাটিং এন্ড প্রিন্টিং, গাম টেপ, পলি ব্লোয়িং ৬২৪ মিলিয়ন পিস, থারম্যাল ৩১২ মিলিয়ন পিস, হিট ট্রান্সফার সাবলিমেশন প্রিন্ট ৪৬৮ মিলিয়ন পিস, প্রিন্টেড লেবেল ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, পিভিসি এন্ড স্ক্রিন প্রিন্ট ১৫৬ মিলিয়ন পিস, সিলিকন/রাবার প্যাচ ১৫.৬ মিলিয়ন পিস, সুইং থ্রেড ৩১.২০ মিলিয়ন কোন ও কার্টুন ৩১২ লক্ষ স্কয়ার মিটার।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। মনট্রিমস্ লিঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইলাষ্টিক, রাবার ব্যান্ড, প্রিন্টিং আইটেম, ফটো প্রিন্ট, ষ্টোন এন্ড মোটিভ লেদার ব্যাজ ইত্যাদি রপ্তানি করে ৬৫.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬৪.৮৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মনট্রিমস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা।

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন ২০০০ সালে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৫০ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কাঁকড়া, কুঁচে মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করে ৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২.৯৯ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য সেবা খাত

মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা।

মীর টেলিকম লিঃ ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প মূল্যে গ্রাহকের কাছে আন্তর্জাতিক কল (Call) পৌঁছানোর মাধ্যমে যোগাযোগ সেবা প্রদান করে আসছে। টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটির মোট জনবল ১৪০ জন এবং সক্ষমতা ৫০,০০০ কনকারেন্ট কল। প্রতিষ্ঠানটি দেশের কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক অন্তমুখী কল গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছানোর বিনিময়ে ৩৪.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। দেশের সেবাখাতের সম্প্রসারণে এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

মীর টেলিকম লিঃ, ঢাকা-কে অন্যান্য সেবা খাতে রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৪,০০০ জন সুদক্ষ জনবল নিয়ে দৈনিক ১৩০ টন সুতা উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১১-১২ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৬৯.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৬.৪৩ শতাংশ।

স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

রৌপ্য ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

এ.কে.এম. নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এ কে এম নীটওয়্যার লিমিটেড ২০০০ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৮,০০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি মাসে ৩৫ লক্ষ পিস তৈরি পোশাক উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান ১৫৪.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিবিধ তৈরি পোশাক (ওভেন) রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৫১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ কে এম নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩২০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫৪ মিলিয়ন পিস নিট পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯, ২০১১-১২, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১২২.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০.১৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফোর এইচ ফ্যাশনস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ময়মনসিংহ।

কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড ২০০১ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,০০০ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৮,০০০ মেট্রিক টন সুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৯৩.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০.৩৪ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কামাল ইয়ার্ণ লিমিটেড, ময়মনসিংহ-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

নোমান উইভিং মিলস লিমিটেড, ঢাকা।

নোমান উইভিং মিলস লিমিটেড ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৫১২ জন এবং বাষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ০৯ লক্ষ কেজি ফেব্রিক্স।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮-২০০৯, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৫.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৭.৭২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নোমান উইভিং মিলস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্য খাত

এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৪৮০০ কর্মী নিয়ে দৈনিক ০১ লক্ষ মিটার হোম-টেক্সটাইল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করে ৮২.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৯৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

এম. ইউ. সী ফুডস্ লিঃ, যশোর।

এম. ইউ. সী ফুডস্ লিঃ ১৯৮৫ সালে একটি শতভাগ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮ জন কর্মী নিয়ে দৈনিক ২৪ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ১৪.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৩৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এম. ইউ. সী. ফুডস্ লিঃ, যশোর-কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ, ঢাকা।

দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ ১৯৮৮ সালে রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা স্থায়ী ৬৮ জন, দৈনিক মজুরী ভিত্তিক ৩১৫ জন এর বাৎসরিক পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষমতা ১৪,৪০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬-০৭, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত দ্রব্য (হেসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ণ ও টোয়াইন) রপ্তানি করে ৩৬.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কর্মী সংখ্যা ৯২০ নিয়ে মাসে বিভিন্ন ধরণের চামড়াজাত জুতা ৫০ হাজার জোড়া ও ৪০ হাজার পিস ব্যাগ উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১২-১৩, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এটি চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ০৮.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৯.২৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২,৫০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১২ লক্ষ জোড়া জুতা ও ০৪ লক্ষ জোড়া স্যান্ডেল।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৯.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফুটওয়্যার রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪.৪৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ , ঢাকা।

হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ ২০০৬ সালে কৃষিজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৪৭ জন। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠান ৭,২৯,৮৪২ কেজি কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি, ফলমূল ও আলু রপ্তানি করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা।

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড ১৯৯৯ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন এবং এটি বার্ষিক ০৪ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫৭.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৬৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা।

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি ২০০৮ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২১০০ জন কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ৮৫ হাজার পিস হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান ০৩.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.০৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাষ্টিক পণ্য

অল প্লাস্ট বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা।

অল প্লাস্ট বাংলাদেশ লিঃ ২০০৯ সালে প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৭৫০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ২০ হাজার মেট্রিক টন প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৭.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮৮.০৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ অল প্লাস্ট বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বছর গড়ে ৮.৫ মিলিয়ন পিস তৈজসপত্র প্রস্তুত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ০৩.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৫৯ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-২), ঢাকা।

রংপুর মেটাল ইন্ডাস্টিজ লিঃ (ইউনিট-২) ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,৯০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে ৬ লক্ষ পিস বাইসাইকেল ও বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ রপ্তানি করে ১০.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩২.৮৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুর মেটাল ইন্ডাস্টিজ লিঃ (ইউনিট-২) ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া।

বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১৯৭৮ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৩,৮১০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ওয়্যারস এন্ড কেবলস ৩১,২২৩ মেট্রিক টন, এএসি ও এসিএসআর কন্ডাক্টর ১৩,৮০০ মেট্রিক টন, সুপার এনামেল্ড কপার ওয়্যার ১,৮১৮ মেট্রিক টন, এমসিবি ২৪ লক্ষ পিস এবং বৈদ্যুতিক পাখা ২১ লক্ষ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭-১৯৯৮, ২০০০-২০০১, ২০০৮-২০০৯, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানি করে ১৮.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ১০৮.৬০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম।

মেরিন সেফটি সিস্টেম ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩৬৬ জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ মেটাল উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাত করছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০০৯-২০১০, ২০১০-১১, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ মেটাল রপ্তানি করে ২২.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৫০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পখাত পণ্য ক্যাটাগরিতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল্ পণ্য

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯৮৩ সাল থেকে নিজস্ব ঔষধ উৎপাদন শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ৮০টিরও অধিক দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ জন এবং উৎপাদিত ঔষধের সংখ্যা সাত শতাধিক। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানী হিসেবে ২০১৫ সালে USFDA এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত পাঁচবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ঔষধ সামগ্রী রপ্তানি করে ১৪.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫.৭৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট)

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম।

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ ১৯৯৩ সালে তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৯,০০০ জন এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-০১, ২০০১-০২, ২০০৩-০৪, ২০১২-১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৬২.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট) রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি)

অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩০০ জন এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬ মিলিয়ন ইন্টারলাইনিংস।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ , ঢাকা।

এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখি করোগেটেড বক্স কার্টুন উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ৯৫০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ৪,২১,৫২,৭৭৫ পিস প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে ৩০.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩২.০২ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল ২০১১ সালে অপ্রচলিত পণ্য যেমন-কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২৫ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অপ্রচলিত পণ্য কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানি করে ০০.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫২.০০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৪০০ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ লক্ষ পাউন্ড টেরি টাওয়েল।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ০২.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের টেরি টাওয়েল রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪১.৪৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আল-সালাম ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ব্রোঞ্জ ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।

তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৭,২২২ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ (পনের) লক্ষ পিস তৈরি পোশাক।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১০৪.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮.৭৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা।

জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ ১৯৯৯ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৬,২৩৪ জন এবং দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা নিটিং- ৪০,০০০ কেজি, ফেবিক্স ডাইং- ৫০,০০০ কেজি, ওয়াস-৫০০ কেজি, ইয়ার্ণ ডাইং- ১৬,০০০ কেজি, স্ক্রিন প্রিন্টিং- ১,২৫,০০০ পিস, অল ওভার প্রিন্ট- ১৪,০০০ এবং নিট তৈরি পোশাক- ১,৭০,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১২২.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৬৮ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

নাইস কটন লিঃ, গাজীপুর।

নাইস কটন লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১২৬৫ এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,১২,২৮,০০০ কেজি সুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৩৪.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮৮.৮৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইস কটন লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ, চট্টগ্রাম।

ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ ২০০৯ সালে শতভাগ রপ্তানিমুখি নিট ফেব্রিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮৯৬ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৮৭২০ মেট্রিক টন ফেব্রিক্স।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৩.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে এটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০৪.৭৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স খাতের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ, খুলনা।

জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ ২০০৬ সালে হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৪৭ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ২,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৮.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৭৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিঃ, খুলনা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

বিবিজে লেদার গুডস লিঃ, ঢাকা।

বিবিজে লেদার গুডস লিঃ ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কর্মী সংখ্যা ২৪৫ জন এবং মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার পিস ব্যাগ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি চামড়াজাত পণ্য (ব্যাগ) রপ্তানি করে ০২.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৯৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বি বি জে লেদার গুডস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

এ্যালায়েন্স লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এ্যালায়েন্স লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার লিমিটেড ২০১২ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১,৪০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ লক্ষ জোড়া জুতা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ফুটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে ১৩.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৮০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ্যালায়েন্স লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

আব্দুল্লাহ ট্রেডিং, ঢাকা।

আব্দুল্লাহ ট্রেডিং ১৯৯৮ সালে কৃষিজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৬০ জন এবং এটি বার্ষিক ১৫০০ মেট্রিক টন কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০১.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি ও ফলমূল রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬৮.১১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ আব্দুল্লাহ ট্রেডিং, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, ঢাকা।

হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ ২০১১ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (বিবিধ ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, ক্যান্ডি, টোস্ট, বিস্কুট ইত্যাদি) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮,৫০০ জন এবং এটি বার্ষিক ৬ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৩.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭৪.০৩ শতাংশ। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

বিডি ক্রিয়েশন, ঢাকা।

বিডি ক্রিয়েশন ২০১১ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২১,২০৭ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি হোগলাপাতা, ছন, তাল পাতা, খেজুর পাতা, বাঁশ, বেত ও পাট দ্বারা ঝুড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের প্রায় ৭৭টি দেশে রপ্তানি করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে ০২.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিডি ক্রিয়েশন, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাষ্টিক পণ্য

তানভীর পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

তানভীর পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২০০২ সালে প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৬৭ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদন করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ০৩.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০৫.৪৭ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তানভীর পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস, চট্টগ্রাম।

এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩২ জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের তামা, পিতল, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, জাহাজের পাখা, ষ্টীল স্ক্র্যাপ প্রভৃতি উৎপাদন করছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন আকারের তামা, পিতল, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, জাহাজের পাখা, ষ্টীল স্ক্র্যাপ প্রভৃতি রপ্তানি করে ০৮.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১১০.২৫ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস, চট্টগ্রাম-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড ২০১৬ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকায় যাত্রা শুরু করে। প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানটি ৪টি বাইসাইকেল কারখানায় ও প্রায় ৪৫০টি রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানে বক্স কার্টন সরবরাহ করে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানি করে ১১.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব আয়গত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৮১৬.২৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানিতে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

বাং চুং ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম (বিসিটিটি), ঢাকা।

বাং চুং ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম (বিসিটিটি) ২০০৪ সালে অপ্রচলিত পণ্য যেমন-কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অপ্রচলিত পণ্য কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানি করে ০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাং চুং ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম (বিসিটিটি), ঢাকা -কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে নারায়ণগঞ্জে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা পুরুষ ১৬৮০ জন, মহিলা ১১২০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ০২ (দুই) কোটি পিছ নিট তৈরি পোশাক।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৭.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০৯.৯১ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-কে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সম্প্রসারিত হবে রপ্তানি বাজার

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

টিসিবি ভবন
১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন (পিএবিএক্স): ৮৮-০২-৫৫০১৩৯৪৭-৪৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০১৪০২৪
ই-মেইল: info@epb.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.epb.gov.bd

ampersand www.ampersand.com.bd